দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUN 27 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

75

শেরপুরে শিক্ষাচিত্র

অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটলেও লেখাপড়ার মানের উন্নয়ন ঘটেনি

শেরপুর থেকে এম.এ হাকাম হীরা ঃ দেশের সীমান্তবর্তী জেলা শেরপুরে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা ভবনগুলোর অবকাঠামোগত উন্নতি হলেও উন্নতি হচ্ছে না লেখাপড়ার মানগত দিকের ভালো শিক্ষকের অভাব, বিজ্ঞান শিক্ষার উপকরণের স্বল্পতা, নিয়মিত খেলাধুলার চর্চা না হওয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বতন্ত্র পাঠাগারের অভাব, সর্বোপরি, শিক্ষকদের ক্লাসে পাঠদানের পরিবর্তে প্রাইভেট টিউশনির প্রতি ঝোঁকের কারণেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে লেখাপড়ার মান বৃদ্ধি না পেয়ে ক্রমশ তার অবনতি ঘটছে বলে অনেকের অভিমত।

জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, জেলার ৫টি থানায় ১শ' ২০টি মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৭৬টি দাখিল ও সিনিয়র মাদ্রাসা এবং ১৪টি কলেজে প্রায় ৩৫ হাজার ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেক ছাত্রী। ছাত্রী উপবৃত্তি চালু হওয়ায় স্কুল মাদ্রাসায় ছাত্রী ভর্তির হার বেড়েছে। ঝড়ে পড়ার হারও কমেছে অনেকটা।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর একটিতেও তার কার্যকালীন অবসরগত সময়ে শিক্ষার্থীদের মিলিত হওয়ার জন্য স্বতন্ত্র মিলনায়তন ও পাঠাগার নেই। কলেজগুলোতে থাকলেও সেখানে উপযুক্ত পরিবেশ নেই। ফলে শিক্ষার্থীরা দেশ-বিদেশের খবর, সাহিত্য ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত কোন পত্রপত্রিকা পড়ার সুযোগ পায় না। তাই পাঠ্য বইয়ের সীমিত জ্ঞানের বাইরে, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং নিত্য বিকাশমান জ্ঞানবিজ্ঞান সংক্রান্ত ঘটনা সম্পর্কে তারা অনেকটা অজ্ঞই থেকে যাচ্ছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল-কলেজগুলোতে শরীর চর্চার শিক্ষক আছেন। কিন্তু খেলার মাঠে ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলার চর্চা হয় না। অথচ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খেলার মাঠের উন্নয়ন করা হয় সরকার প্রদত্ত গমের বিনিময়ে। মাদ্রাসাগুলোর ক্রীড়া চর্চা গত অবস্থা আরো নাজুক। ফলে প্রতিবছর জাতীয় স্কুল-মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক হলেও অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই অংশগ্রহণ থাকে শূন্যের কোঠায়। বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানের অভাবে প্রাণহীন নিছক নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। স্কুলগুলোতে লাইব্রেরিয়ানের পদ নেই। তাই লাইব্রেরিয়ান নিয়োগ দেয়া হয় না। অথচ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সময় লাইব্রেরি ফি, ক্রীড়া ফি-সহ বিভিন্ন ফি আদায় করা হয়।

সারা জেলায় ৩টি সরকারি কলেজ ও ৩টি সরকারি স্কুল রয়েছে। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ম্যানেজিং কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। তাই অধিকাংশ স্কুলেই এদের দলাদলির ফলে ভাল শিক্ষক নিয়োগ পান না। এ কারণেও লেখাপড়ার মান নিম্নগামী। উপরন্তু পরিবেশগত কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ছাত্রছাত্রীদের কাছে হারাচ্ছে আকর্ষণ। বাজারের সস্তা গাইড বই বা প্রাইভেট টিউটরের বদৌলতে প্রাপ্ত নোট মুখস্থ করে তারা ডিঙ্গিয়ে যাচ্ছে ক্লাসের পর ক্লাস। বাড়ছে নকল প্রবণতা। কিন্তু অর্জিত হচ্ছে না জ্ঞান। ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্য বইতে যা পড়ছে, তার বাস্তব প্রয়োগে তাদের কোন উৎসাহ বা উদ্যোগ নেই।